সংবাদ

তারিখ ... 11 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... (৩) ......

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

৬ মাসেও গত বছরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার বিল পায়নি প্রেস মালিকরা

❑ নতুন বছরের বই ছাপার কাজ হুমকির মুখে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের (এনসিটিবি) ভুলের কারণে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার ৬ মাস পরও বিল পাননি প্রেস মালিকরা। ফলে ১শ' ৫৮ জন প্রেস মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন বই ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে এনসিটিবি। প্রেস মালিকদের গত বছরের বিল পরিশোধ করা না হলে নতুন বছরের বই ছাপার কাজে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এনসিটিবি'র সূত্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রেস মালিকদের সাথে আলাপ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, গত বছর প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য এনসিটিবি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন না নিয়েই বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়। বিষয়টি প্রেস মালিকদেরও

পিণ্ডি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

পিণ্ডি ঃ উদোর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানানো হয়নি। ফলে পরবর্তীতে বই ছাপার পর বিল তুলতে গেলে প্রধানমন্ত্রী ওই বিলে সই না দিয়ে এনসিটিবির এ ধরনের ভুলের কারণ অনুসন্ধানে তদন্তের নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্য সচিব ফজলুর রহমানকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটিকে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তদন্ত কমিটি পরবর্তীতে সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে তদন্ত শেষে গত ১৬ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে প্রয়োজনীয় অনুমোদন না নেয়ার জন্য এনসিটিবিকে দায়ী করা হয় এবং প্রেস মালিকরা এর জন্য দায়ী নয় বলে উল্লেখ করা হয়। একই সাথে প্রেস মালিকদের পাওনা পরিশোধের সুপারিশ করা হয়। এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক নিজেও ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে বিল পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এনসিটিবির চেয়ারম্যান খন্দকার আবদুল হান্নানও দ্রুত বিল পরিশোধের আশ্বাস দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই বিল পরিশোধ করা হয়নি বলে এনসিটিবি সূত্র এবং প্রেস মালিকরা জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছর প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা বাবদ প্রেস মালিকদের পাওনা প্রায় ৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ইতোপূর্বে ৭৩ জন প্রেস মালিকের ৮০ শতাংশ বিল পরিশোধ করা হয়। বাকি ৮৫ জন প্রেস মালিকের শতকরা এক ভাগ বিলও পরিশোধ করা হয়নি। ৮০ শতাংশ বিল পাওয়া ৭৩ জন প্রেস মালিকের বাকি ২০ শতাংশ বিলও পরিশোধ করা হয়নি।

এ ব্যাপারে আলাপকালে কয়েকজন প্রেস মালিক বলেন, ১শ' ৫৮ জন প্রেস মালিক পৃথক দরপত্রে কাজ পেয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের পাওনা পড়ে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। প্রেস মালিকদের অনেকেই ধারদেনা করে, মোটা অঙ্কের ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়ে বই ছাপার কাজ করেছেন। ৬ মাস যাবত বিল না পেয়ে তারা এখন ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কয়েকজন প্রেস মালিক ক্ষোভের সাথে বলেন, নির্ধারিত সময়ে বই ছেপে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে বই বিতরণ উদ্বোধন করেছেন। সরকার সবার কাছে সুনাম পেয়েছে। অথচ প্রেস মালিকরা বিল না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে— এটা কোন ন্যায়বিচার হতে পারে না। তারা বলেন, ভুল করেছে এনসিটিবি, প্রেস মালিকরা প্রতিটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করে কাজ নিয়েছে, কাজ শেষ করেছে তাদের বিল পরিশোধ না করা অন্যায়।